প্রশ্ন- ২২ ঃ ইবনে সামছ ২২ নম্বরে বলেছে- *"মৃত ব্যক্তির জন্য চল্লিশা ইত্যাদি করা বিদ্আত"।* -তার দাবী সত্য কিনা?

ফতোয়া ঃ না, ঠিক নয়। চল্লিশা, কুলখানী- ইত্যাদি মূলতঃ ইছালে সাওয়াবেরই অংশ। ইছালে সাওয়াবের কাজ যে কোন সময় করতে পারে। তবে তিন দিনের

BANGLADESH JUBOSENA
www.sunnibarta.com

মাথায় কুলখানী ও ৪০ দিনের মাথায় চল্লিশা করার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কারণ আছে। মৃত ব্যক্তির জন্য তিনদিন শোক পালন করা শরিয়তে বৈধ। শোক সমাপ্তিতে কবর খননকারী ও দাফনকারীদেরকে খেদমতের শুকরিয়া স্বরূপ খানাপিনা খাওয়ানো এবং সেই সাথে মরহুমের মাগফিরাতের জন্য কুলখানী বা মিলাদ শরীফ পাঠ করা আরও উত্তম। চল্লিশা পালন করার মধ্যে যেসব গুঢ়রহস্য রয়েছে- সেগুলো নিম্নরূপঃ-

(১) চল্লিশ দিনের মাথায় গর্ভের সন্তানের রূপ পরিবর্তন হয়। ১ম চল্লিশদিনে বীর্য মাতৃগর্ভে রক্ত পিণ্ডে রূপান্তরিত হয়। ২য় চল্লিশ দিনে উক্ত রক্তপিণ্ড গোশত ও হাড্ডিতে রূপান্তরিত হয়। ৩য় চল্লিশ দিনের মাথায় গঠিত দেহে রূহের আগমন হয়।

(২) আধ্যাত্মিক জগতে চল্লিশা বা চিল্লা-র অনেক গুরুত্ব রয়েছে। একাধারে চল্লিশ দিন নীরব গোপন সাধনার মাধ্যমে আত্মা পরিশুদ্ধ হয়। তিন চিল্লায় আত্মা চরম উন্নতি লাভ করে। চল্লিশ বৎসর বয়সে প্রায় নবীগণই নবুয়তের দায়িত্ব পেয়েছেন। হযরত ইউনুছ আলাইহিস সালাম চল্লিশ দিন মাছের পেটে থেকে মি'রাজ লাভ করেছিলেন। হযরত মুছা আলাইহিস সাল্লাম কুহেতুরে চল্লিশ দিন চিল্লা করে তৌরাত কিতাব লাভ করেন। আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৪০ বৎসর বয়সে নবুয়তের দায়িত্ব লাভ করেন। চল্লিশ বৎসরে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি পূর্ণ হয়। তারপর ভাটা পড়ে। মৃত ব্যক্তি কবরে চল্লিশ দিন পর্যন্ত দুনিয়ার আকর্ষন অনুভব করেন। তারপর পরকালের দিকে মনোযোগী হন। তাঁর এই শেষ বিদায়কে স্মরণ করে তাঁর পরকালের মঙ্গলের জন্য কিছু ছাওয়াব পৌছানো উত্তম কাজ (জাআল হক- কৃত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী ও ফতোয়ায়ে আজিজী)

মেয়ের শ্বশুরালয় গমনের সময় মা-বাপ যেভাবে মেয়ের সাথে কিছু সামগ্রী দিয়ে দেয়- তদ্রূপ মৃত ব্যক্তির শেষ বিদায়কালেও তাঁকে কিছু ছাওয়াবের সামগ্রী সাথে দেয়ার উদ্দেশ্যে চল্লিশা করা হয়। ইহা কোরআন সুন্নাহর আলোকে উত্তম কাজ। ইবনে সামছ উদ্দেশ্যমূলকভাবে চল্লিশার সাথে 'মৃত ব্যক্তির চল্লিশা', শব্দটি যোগ করেছে– যাতে তাদের (তাবলীগীদের) চিল্লা বা চল্লিশার উপর আঘাত না আসে। আমি জিজ্ঞাসা করি- তারা যে চিল্লা বা চল্লিশা করে বা তিনচিল্লা করে- ইহার দলীল কোথায়? ওহাবীদের চল্লিশা জায়েয– আর সুন্নীদের চল্লিশা না জায়েয?

www.sunnibarta.com

শাহ ওয়ালি উল্লাহ সাহেবের ইনতিকালের পর তৃতীয় দিনে এতলোকের সমাবেশ হয়েছিল যে, কোরআন খতম ৮১ এবং কলেমা শরীফের খতম ছিল অগনিত (মলফুযাতে শাহ আবদুল আজিজ রহঃ)।

সুতরাং, কুলখানী ও চল্লিশা পালনের শরয়ী দলীল রয়েছে, কিন্তু ইবনে সামছের দাবীর পেছনে কোন প্রামানিক দলীল নেই। নিম্নে শরয়ী দলিল দেখুন।

চল্লিশার দলীল ঃ তাফসীরে সাভী-তে সূরা বাক্বারার ৫১ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় চল্লিশা সম্পর্কে একখানা হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে-

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَمَامُ الرِّبَاطِ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا

অর্থ ঃ "খানকাহ্-র নীরব সাধনার পূর্ণ মুদ্দত হলো চল্লিশ দিন"। চল্লিশার কোন প্রমান নেই বলে ইবনে সামছের দাবী এই হাদীস ও তাফসীরের দ্বারা কচুকাটা হয়ে গেলো। ওলামাগণ এই হাদীসখানা স্মরণে রাখবেন।